بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ৩১শে মে, ২০২৪ তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় হযরত খুবায়েব (রা.)'র শাহাদতের ঘটনার বিশদ বিবরণ তুলে ধরেন এবং ফিলিস্তিন, সুদান, ইয়েমেনের বর্তমান পরিস্থিতি এবং পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য দোয়ার আহ্বান জানান।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন, সারিয়্যা রাজী'র উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত খুবায়েব (রা.)'র শাহাদতের ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছিল। তিনি প্রথম সাহাবী ছিলেন যাকে কাষ্ঠে বিদ্ধ করে অর্থাৎ ক্রুশবিদ্ধ করে শহীদ করা হয়েছিল। শহীদ করার পূর্বে কুরাইশরা তাকে বলেছিল, তুমি তওবা করলে তোমাকে ক্ষমা করে ছেড়ে দেয়া হবে নতুবা হত্যা করা হবে। একথা শুনে তিনি (রা.) বলেন, আল্লাহ্‌র রাস্তায় আমার নিহত হওয়া একটি তুচ্ছ বিষয়। এরপর তিনি আল্লাহ্‌র তা'লাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, **হে আল্লাহ্! এখানে এরূপ কেউ নেই যে তোমার রসূল (সা.)-এর কাছে আমার সালাম পৌঁছাবে। তাই, হে খোদা! তুমি স্বয়ং তোমার রসূল (সা.)-কে আমার সালাম পৌঁছে দাও এবং আমাদের সাথে এখানে যা ঘটেছে তা তাঁকে অবহিত করো।** হযরত উসামা বিন যায়েদ (রা.) বর্ণনা করেন, একদিন সাহাবীরা মহানবী (সা.)-এর সাথে বসে ছিলেন। হঠাৎ তাঁর এরূপ অবস্থা হয় যেমনটি ওহী অবতরণের সময় হতো। তখন আমরা তাঁকে বলতে শুনি, **তার (অর্থাৎ খুবায়েবের) প্রতি শান্তি, কৃপা এবং কল্যাণ বর্ষিত হোক।** এরপর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে তিনি (সা.) বলেন, **জীব্রাঈল খুবায়েবের পক্ষ থেকে আমাকে সালাম পৌঁছাতে এসেছিল, কুরাইশরা খুবায়েবকে হত্যা করেছে।**

হযরত খুবায়েব (রা.)'র হত্যার বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। বর্ণিত হয়েছে, কুরাইশরা এমন চল্লিশজনকে হযরত খুবায়েব (রা.)-কে হত্যার জন্য একত্রিত করেছিল যাদের পিতৃপুরুষরা বদরের যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। এরপর তাদের প্রত্যেককে একটি করে বর্শা দিয়ে বলা হয়, এই সেই ব্যক্তি যে তোমাদের পিতৃপুরুষদের হত্যা করেছিল। তোমাদের পিতৃপুরুষদের হত্যার প্রতিশোধস্বরূপ তোমরাও তাকে হত্যা করো। তারা হালকাভাবে হযরত খুবায়েব (রা.)-কে বর্শা দিয়ে আঘাত করতে থাকে যার ফলে তিনি ঝুলন্ত ক্রুশে কষ্ট পাচ্ছিলেন। এরপর হঠাৎ তার চেহারা কিবলামুখি হয়ে যায়। তিনি বলেন, **সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আমার চেহারাকে কিবলামুখি করে দিয়েছেন; যা তিনি নিজের জন্য পছন্দ করেছেন।** অতঃপর মুশরিকরা খুবায়েব (রা.)-কে হত্যা করে। বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত খুবায়েব (রা.) শেষ পঙক্তি পাঠের পর উকবা বিন হারেস তার কাছে আসে এবং তাকে শহীদ করে। কোনো কোনো বর্ণনানুযায়ী উকবা সে সময় ছোট ছিল। তার হাতে বর্শা দেয়া হয়েছিল, কিন্তু আক্রমণ করেছিল আবু মায়সারা আবদারী। কতিপয় আলেম বলেছেন, শিশুদের হাতে বর্শা দিয়েছিল আঘাত করার জন্য, কিন্তু এতে জোর দিয়েছিল বয়োজ্যেষ্ঠরা।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এ সম্পর্কে লিখেছেন, বনু হারেস গোত্রের লোকেরা তাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে খোলা মাঠে নিয়ে যায়, যাতে লোকেরা তা দেখে আনন্দ

লাভ করতে পারে। হযরত খুবায়েব (রা.) এটি বুঝতে পেরে বলেন, **আমি দু'রাকাত নামায আদায় করতে চাই। তিনি দ্রুততার সাথে নামায পড়েন এবং বলেন, আমি নামায দীর্ঘ করতাম কিন্তু এটি ভেবে দ্রুত নামায শেষ করেছি পাছে তোমরা আবার না ভাবো যে, আমি মৃত্যুর ভয়ে নামায দীর্ঘ করছি।** এরপর তিনি এই পঙক্তিটি পাঠ করেন-

وَلَسْتُ أُبَالِي حِيْنَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا * عَلَى أَيِّ شِقٍّ كَانَ لِلّٰهِ مَصْرَعِيْ

وَذٰلِكَ فِيْ ذَاتِ الْإِلٰهِ وَإِنْ يَشَأْ * يُبَارِكْ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ

অর্থাৎ, **আমি যেহেতু মুসলমান অবস্থায় নিহত হচ্ছি,**
তাই নিহত হয়ে আমি কোন্ পার্শ্বে পড়বো সে নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই
এসবকিছু খোদার জন্য উৎসর্গীত, আর আমার খোদা যদি চান-
তাহলে আমার দেহের ছিন্নবিচ্ছিন্ন খণ্ডাংশে কল্যাণরাজি দান করবেন।

হযরত খুবায়েব (রা.) শাহাদতের সময় এই দোয়া করেছিলেন যে, **হে খোদা! অত্যাচারীদের বেছে বেছে ধ্বংস করো।** বিভিন্ন রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, এক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই এ হত্যাকাণ্ডে জড়িত সকল অত্যাচারী ধ্বংস হয়েছিল। তবে এটি সকল রেওয়ায়েত থেকে প্রমাণিত নয়। কিন্তু একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সেদিন যারা উপস্থিত ছিল তাদের অধিকাংশ এক বছরের মধ্যেই নিহত হয়েছিল আর অবশিষ্ট লোকেরা মক্কা বিজয়ের পূর্বে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। সে সময়কার একটি রীতি ছিল, তারা মনে করত যখন বদদোয়া করা হয় তখন পেছনে ফিরে গেলে তা আর কার্যকর হয় না। এ বিষয়ে বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত হয়েছে, এ কারণে হযরত খুবায়েব (রা.)'র বদদোয়া শুনে অনেকে কানে আঙ্গুল ঢুকিয়ে রেখেছিল। অনেকে মানুষের আড়ালে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। অনেকে গাছের পেছনে গিয়ে লুকিয়েছিল। আবার কেউ কেউ মাটিতে শুয়ে পড়েছিল। মূলত তারা অনুধাবন করেছিল এবং নিশ্চিত ছিল যে, হযরত খুবায়েব (রা.)'র বদদোয়া নিশ্চিতভাবে তাদের ওপর আপতিত হবে। সেই সময় এক কুরাইশ সাঈদ বিন আমের উপস্থিত ছিল। যিনি পরবর্তীতে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। তবে হযরত উমর (রা.)'র খিলাফতকাল পর্যন্ত তার অবস্থা এরূপ ছিল যে, হযরত খুবায়েব (রা.)'র শাহাদতের কথা উল্লেখ করা হলে তার বদদোয়ার কথা স্মরণ করে তিনি অচেতন হয়ে পড়তেন।

কুরাইশরা হযরত খুবায়েব (রা.)'র লাশ কাষ্ঠদণ্ড বা ক্রুশে ঝুলিয়ে রেখেছিল যেন সেখানেই পঁচে গলে নিঃশেষ হয়। তার শাহাদতের পর মহানবী (সা.) বলেন, **তোমাদের মাঝে কে হযরত খুবায়েবকে ক্রুশ থেকে নামিয়ে আনবে? হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম এবং মিকদাদ বিন আসওয়াদ (রা.) যেতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। তারা হযরত খুবায়েব (রা.)-কে ক্রুশ থেকে নামিয়ে ঘোড়ার পিঠে তুলে মদীনায় নিয়ে আসেন।** হযরত যুবায়ের এবং মিকদাদ (রা.) যখন খুবায়েব (রা.)-কে নিয়ে মদীনায় পৌঁছেছিলেন তখন জীব্রাঈল মহানবী (সা.)-এর কাছে ছিলেন। তিনি বলেন, **আপনার সাহাবীদের মাঝে এই দু'জনের ব্যাপারে ফিরিশ্তারাও গর্ব করে।**

বিভিন্ন বর্ণনায় হযরত খুবায়েব (রা.)'র লাশ আনার কাজে অন্য কয়েকজন সাহাবীর নামও উল্লেখ আছে। এক বর্ণনানুযায়ী, মহানবী (সা.) হযরত আমর বিন উমাইয়্যা (রা.)-কে একা

প্রেরণ করেছিলেন। আরেক বর্ণনানুযায়ী হযরত উমাইয়্যা (রা.)'র সাথে হযরত জব্বার বিন সাখখার (রা.)-কে প্রেরণ করা হয়েছিল। হযরত জব্বার (রা.) বর্ণনা করেন, **আমরা কাষ্ঠদণ্ড থেকে লাশ নামিয়ে নিয়ে আসার সময় কুরাইশরা আমাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। তখন আমি হযরত খুবায়েব (রা.)'র লাশ নদীতে নিক্ষেপ করি এবং তা পানির স্রোতে ভেসে যায়।** এভাবে আল্লাহ্ তা'লা তার লাশ কাফিরদের হাত থেকে বাঁচিয়ে লাশের অবমাননা থেকে রক্ষা করেছেন। এভাবে অনেক ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রিয় বান্দাদের লাশকে শত্রুর হাত থেকে সুরক্ষিত রেখেছেন। হুযূর (আই.) বলেন, এই সারিয়্যা বা সেনাভিযানের উল্লেখ এখানেই শেষ হচ্ছে।

এরপর দোয়ার আহ্বান করতে গিয়ে হুযূর (আই.) বলেন, "ফিলিস্তিনের জন্য বিশেষভাবে দোয়া করুন। এখন সীমাতিরিক্ত যুলুম ও নিপীড়ন করা হচ্ছে। রাফা' সম্পর্কে আমেরিকা প্রথমে বলেছিল, এটি-ই শেষ সীমানা। কিন্তু এখন তারা বলছে, এখনও শেষ হয়নি। জানা নেই, তাদের সীমানা কতটুকু আর কত লক্ষ লোককে তারা হত্যা করবে। আল্লাহ্ তা'লা অত্যাচারীদের হাত থেকে ফিলিস্তিনিদের মুক্তি দিন। অনুরূপভাবে সুদানের জন্য দোয়া করুন, সেখানে মুসলমানরা মুসলমানদেরকে হত্যা করছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে বিবেক দিন আর তারা যেন আল্লাহ্ তা'লার শাস্তির হাত থেকে রক্ষা পায় এবং তাঁর নির্দেশাবলীর ওপর আমলকারী হয়। ইয়েমেনের আহমদী বন্দিদের জন্য দোয়া করুন। পাকিস্তানের আহমদীদের জন্যও দোয়া করুন। সেখানেও পরিস্থিতির উত্থান-পতন হয়। ঈদের সময় মোল্লাদের মাথা আরো গরম হয়। আল্লাহ্ তা'লা সকল আহমদীকে সব ধরনের দুষ্কৃতি ও নৈরাজ্য থেকে রক্ষা করুন। আর অচিরেই বন্দিদের মুক্তির ব্যবস্থা করুন," আমীন।

পরিশেষে হুযূর (আই.) সদ্য প্রয়াত দু'জন নিষ্ঠাবান আহমদীর স্মৃতিচারণ করেন। প্রথমত, মুরুব্বী সিলসিলাহ্ মুকাররম চৌধুরী মুনীর আহমদ সাহেবের, যিনি আমেরিকার ম্যারিল্যান্ডে অবস্থিত এমটিএ ইন্টারন্যাশনালের মসরূর টেলিপোর্ট এর পরিচালক ছিলেন। তিনি সম্প্রতি ৭৩বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সাথে দীর্ঘদিন তিনি অর্পিত দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করেছেন। দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ কেরালানিবাসী মুকাররম আব্দুর রহমান কাটি সাহেবের, তিনিও কিছুদিন পূর্বে ইন্তেকাল করেছেন। হুযূর (আই.) তাদের উভয়ের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করেন, আল্লাহ্ তা'লা তাদের প্রতি ক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণ করুন এবং তাদের মর্যাদা উত্তরোত্তর উন্নীত করুন, আমীন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org -এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)